সার্ধশততম জন্মবর্ষে রোজা লুক্সেমবুর্গের ভাবনা

অপূর্বমোহন মুখোপাধ্যায়

বিংশ শতাব্দীর এক অবিসংবাদিত বিপ্লবী রোজা লুক্সেমবার্গ । এই বছরটা তাঁর জন্মের সার্ধশতবর্ষ । তিনি একজন বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তাবিদ । একথা ঠিক যে, তাঁর লেখনী ও চিন্তা অনেকের কাছে অজানা । তিনি একজন অনালোচিত ব্যক্তিত্ব একথা বলাটা হয়তো অন্যায় হবে না । আবার এটাও অস্বীকার করা যাবে না যে , মার্কস এঙ্গেলস পরবর্তী যুগে মার্কসবাদকে যাঁরা বিকশিত করেছেন রোজা লুক্সেমবার্গ ছিলেন তাঁদের মধ্যে এক অগ্রগণ্য ব্যক্তিত্ব । রোজা যে মতাদর্শের চর্চা করছিলেন আজকের অস্থির সময়ে সেই মতাদর্শের চর্চা জরুরী । এই ভাবনায় জারিত হয়ে অনালোচিত এক মার্কসবাদী বিপ্লবীর চিন্তা আলোচনা করা নিবন্ধকারের মূল অভিপ্রায় । প্রসংগক্রমে প্রথমেই যে কথাটা অকপটে বলতে চাই যে , আলোচক রোজা লুক্সেমবার্গ বিশেষজ্ঞ নই , এমনকি রোজার সকল লেখা আলোচক পাঠ করেছেন তা নয় । তৎসত্ত্বেও কিছু পল্লবগ্রাহী জ্ঞানকে ভিত্তি করে আলোচক এই লেখা লিখতে উদ্যোগী হয়েছেন। লেখার মাধ্যমে রোজাকে সাধারণ পাঠকের কাছে পরিচিতি করানো এই লেখার মূল উদ্দেশ্য।

আজ থেকে ১৫০ বছর আগে ১৮৭১ সালের ৫ই মার্চ তৎকালীন রাশিয়া অধিকৃত পোল্যান্ডের জামোস্কের এক মধ্যবিত্ত ইহুদী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন লেলিনের ‘ ঈগলপ্রতিম ‘ বলে পরিচিত রোজা লুক্সেমবার্গ । শৈশবে তাঁর পড়াশুনার পাঠ শুরু হয় ওয়ারশর এক বালিকা বিদ্যালয়ে । ছাত্রাবস্থায় থেকে তিনি ছিলেন মেধাবী । সেইসময় যেহেতু পোল্যান্ড ছিল তৎকালীন রুশজারতন্ত্রের অধিকৃত অঞ্চল তাই সেখানকার স্কুল , কলেজ , বিশ্ববিদ্যালয়ে পোলিশ ভাষায় পড়ার কোনো সুযোগ ছিল না । রোজা তাঁর প্রতিবাদ করেন সেই সময় এবং তার জন্য তাঁকে খেসারতও দিতে হয় । শৈশবেই তিনি বিপ্লবী আন্দোলনে নিজেকে যুক্ত করেন । মাত্র ষোলো বছর বয়সে তিনি পোল্যান্ডের প্রলেতারিয়েত পার্টিতে যোগ দেন। পোল্যান্ডের পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার এড়ানোর কারণে এবং পড়াশুনা যাতে ব্যাহত না হয় এই দ্বিবিধ কারণে তিনি পোল্যান্ড ছেড়ে ১৮৮৯ সালে চলে আসেন সুইজারল্যান্ডে এবং জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি

Society Language and Culture

হন । জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন । তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল পোল্যান্ডের শিল্প উন্নয়ন । জুরিখে পড়াশুনাকালীন সময়ে রোজার সাথে পোল্যান্ড থেকে আগত অন্যান্য বিপ্লবীদের সাথে যোগাযোগ ঘটে । তিনি পোলিশ সোস্যালিষ্ট পার্টিতে ১৮৯২ সালে যুক্ত হন । পরে ১৮৯৭ সালে তাঁর নেতৃত্বে গঠিত হয় সোস্যাল ডেমোক্র্যাসি অব দি কিংডম অব পোল্যান্ড(SDKP)।

সেই সময়ে শ্রমিক আন্দোলনের এক শক্ত ঘাঁটি ছিল জার্মানী । রোজা ১৮৯৮ সালে জুরিখ ছেড়ে জার্মানী চলে আসেন । সেখানে তিনি সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি অফ জার্মানী (SDP) এর সাথে নিজেকে যুক্ত করেন। প্রায় দু দশক তিনি সেখানে ছিলেন । ১৯০৫ সালে তিনি রাশিয়ার স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য ওয়ারশতে যান । পরবর্তীকালে ১৯০৬ সালে তিনি গ্রেপ্তার হন এবং চার মাস কারান্তরালে ছিলেন । তিনি দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের একজন সক্রিয় নেত্রী ছিলেন । তিনি যুদ্ধবিরোধী অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন এবং ঐ অবস্থাকে বিপ্লবের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছিলেন। সেই সময় তিনি লিবনেখটের সাথে গড়ে তোলেন স্পার্টাকাস লীগ যা পরবর্তীতে জার্মান কমিউনিষ্ট পার্টিতে রূপান্তরিত হয় । সংগঠনের মুখপাত্র 'Die Rote Fahne' (দি রেড ফ্ল্যাগ) সম্পাদনা করেন। রোজা ছিলেন একজন তাত্ত্বিক ও সংগঠক । তিনি নিজেকে একাধারে বৈপ্লবিক কার্যকলাপে যুক্ত করেন আর তার সাথে নানা লেখালেখি শুরু করেন । ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে তিনি লেখেন ' Social Reform or Revolution ' নামক গ্রন্থ। এই গ্রন্থে তিনি এডওয়ার্ড বার্নষ্টাইনের সংশোধনবাদী চিন্তাভাবনার সমালোচনা করেন । ১৯১৩ সালে তিনি রচনা করেন ' Accmulation of capital' গ্রন্থটি । তিনি যখন বার্লিনে জেলবন্দী ছিলেন সেইসময় ১৯১৮ সালে তিনি লেখেন " The Russian Revolution " কিন্তু এটি প্রকাশিত হয় রোজার মৃত্যুর পর ১৯২২ সালে । এই গ্রন্থে তিনি ' অক্টোবর বিপ্লবের ' প্রশংসা করেন কিন্তু তার সাথে কিছু বিষয়ের সমালোচনাও করেন । ১৯১৮-১৯ সালে জার্মান বিপ্লবের একজন অন্যতম নেত্রী হিসাবে রোজা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন । প্রতিবিপ্লবীরা ১৯১৯ সালের ১৫ ই জানুয়ারী বিপ্লবী রোজাকে হত্যা করে ।

রোজা ছিলেন মানবতাবাদী । তিনি মার্কসীয় অর্থনীতি ও রাজনৈতিক তত্ত্বে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন । এই নিবন্ধে সংক্ষেপে রোজার সেই চিন্তাগুলি আলোচনার চেষ্টা করবো ।

Society Language and Culture

সমাজতন্ত্র সম্পর্কে রোজার দৃষ্টীভঙ্গী ঃঃ ভবিষৎ সমাজতান্ত্রিক সমাজের কোনো পূর্ণাঙ্গ ছবি রোজার লেখনীতে না পাওয়া গেলেও তাঁর নানা লেখায় বিক্ষিপ্তভাবে সমাজতান্ত্রিক সমাজের মূল উপাদানগুলির বিষয় অলোচিত হয়েছে । রোজা ১৯১৮ সালে on the Spartacus Programme প্রবন্ধে উল্লেখ করেন যে , প্রলেতারিয়েতারা আর পুঁজিবাদের অধীনে বাঁচতে আগ্রহী নয় এবং সেই কারণে পুঁজিবাদ ধ্বংস হতে বাধ্য । সমাজতন্ত্র অবশ্যম্ভাবী । রোজা মনে করতেন যে, সচেতন বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের উপর সমাজতন্ত্রের অবশ্যম্ভাবীতা নির্ভর করে । তিনি মনে করতেন যে, কোনো সরকার বা কোনো ডিক্রির মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে প্রতিটি প্রলেতারিয়ানের দ্বারা । রোজার ভাষায় , " Socialism will not be and cannot be inaugurated by decrees; it cannot be established by any government , however admirably socialistic. Socialism must be created by the masses, must be made by every proretarian. Where the chains of capitalism are forged , there must the chains be broken. That only is socialism and thus only can socialism be brought into being." আজ যখন অনেকের মধ্যে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে সন্দেহ , অবিশ্বাস দেখা দেয় তখন আজ থেকে অনেক বছর আগে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে রোজার দৃঢ়প্রত্যয় যেন আবার সমাজতন্ত্র সম্পর্কে আস্থা গড়ে তোলে ।

নারীমুক্তি সম্পর্কে রোজার বক্তব্য ঃঃ- রোজা নারীবাদী ছিলেন না । তিনি ছিলেন মানবতাবাদী । নারীমুক্তি ছিল তাঁর আদর্শের একটি প্রধান লক্ষ্য । ' নারীর " ভোটাধিকার এবং শ্রেণীসংগ্রাম " (১৯২২) , " সর্বহারা নারী " (১৯২৪), আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ (১৯০৭) এই সকল প্রবন্ধের মাধ্যমে নারীমুক্তি বিষয়ে রোজার দৃষ্টিভঙ্গী পরিলক্ষিত হয়। রোজা মনে করতেন যে, নারীবাদ যে নারীর অধিকারের কথা বলে তা সমগ্র সংগ্রামের একটি ভগ্নাংশ মাত্র । তিনি মনে করেন যে , সমাজতন্ত্রের মাধ্যমেই নারীর শোষণের সমস্যার সমাধান সম্ভব । তিনি অনুভব করেছিলেন যে, সামগ্রিকভাবে সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের মাধ্যমে নারীমুক্তি সম্ভব। তিনি মনে করতেন যে , নারীবাদের শ্রেণীভিত্তি মধ্যবিত্ত হওয়ার সুবাদে নারীবাদ অর্থনৈতিক প্রশ্নের বিষয়টিকে জড়িত করে নি।

গণধর্মঘট সম্পর্কে রোজার বক্তব্য ঃঃ- ১৯০৫ সালের রাশিয়ার বিপ্লবের শিক্ষা ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে "The Mass strike , Party and Trade Unions " শীর্ষক পুস্তিকা লেখেন ।

Society Language and Culture

এটি রোজার খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি তাত্ত্বিক রচনা । এই রচনায় তিনি সাধারণ ধর্মঘটকে প্রলেতারিয় বিপ্লবের আবশ্যিক বিষয় সম্পর্কে গণ্য করেন । তিনি মনে করেন যে , ধর্মঘট হল শ্রমিক আন্দোলনের স্বতঃস্ফূর্ততার প্রকাশ । রোজা উল্লেখ করেন যে , ঐ ধর্মঘট রাজনৈতিক সংগ্রামের সাথে অর্থনৈতিক সংগ্রামকে যুক্ত করে । গণধর্মঘটকে রোজা বিপ্লবী সংগ্রামের মধ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে চিত্রায়িত করেন ।

সংস্কার ও বিপ্লব সম্পর্কে রোজার ভাবনা ঃ- রোজা ছিলেন সংস্কারবাদের বিরুদ্ধে এক আপোষহীন যোদ্ধা । তাঁর লেখা Social Reform or Revolution নামক গ্রন্থ ১৮৯৯ সালে প্রকাশিত হয় । এই গ্রন্থে তিনি তৎকালীন জার্মান সংশোধনবাদের তাত্ত্বিক এডওয়ার্ড বার্নষ্টাইনের সংস্কারপন্থী ধ্যানধারণার তীব্র সমালোচনা করেন । বার্নষ্টাইন মার্কসবাদের অন্যতম মৌলিক নীতি দ্বন্দ্বমূলক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন । পুঁজিবাদের প্রকৃতি , গতিধারা , সংকট ও পতন সম্পর্কে যে মার্কসীয় ধারণা প্রচলিত আছে বার্নষ্টাইন সেই মার্কসীয় ধারণার সমালোচনা করেন । বার্নষ্টাইন শ্রেণীসংগ্রামের পরির্বতে শ্রেণীসমন্বয়ের ধারণা গড়ে তোলেন । রোজা বার্নষ্টাইনের এই সংস্কারপন্থী চিন্তার তীব্র সমালোচক ছিলেন । রোজা মনে করেন যে, বার্নষ্টাইন সংস্কার ও বিপ্লবের মধ্যেকার মার্কসবাদ সম্মত সম্পর্ক অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছেন । রোজা সংস্কারের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করেন নি কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের জন্য বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার এবং সংস্কারের মাধ্যমেই সমাজতন্ত্র আসবে বার্নষ্টাইনের এই ভাবনাকে তিনি গ্রহণ করতে পারেন নি । রোজার ভাবনায় সচেতনভাবে শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্রক্ষমতা প্রতিষ্ঠা ও রাষ্ট্রক্ষমতাকে পরিচালনা করা প্রলেতারিয় বিপ্লবের মূলকথা । বার্নষ্টাইন তাঁর সংস্কার বিষয়ক ধারণার মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ভিত্তি প্রস্তররূপ পুঁজিবাদের পতন ও বস্তুগত প্রয়োজনীয়তা হিসাবে সমাজতন্ত্রের অনিবার্যতা সম্পর্কিত ধারণাকে পরিত্যাগ করেছেন । রোজা উল্লেখ করেন যে, বার্নষ্টাইনের মন্তব্যকে স্বীকার করে নিলে তো আর সমাজতন্ত্রের বস্তুগত প্রয়োজন থাকে না । রোজার মতে, বার্নষ্টাইন সংস্কার আর বিপ্লবের সম্পর্ক যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছেন । তিনি যান্ত্রিক ও অদ্বান্দ্বিক উপায়ে এই সম্পর্ককে বোঝার চেষ্টা করেছেন । রোজা উল্লেখ করেন যে , বার্নষ্টাইন সংসদীয় ব্যবস্থাকে পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে পৌঁছাবার উপায় রূপে গণ্য করেছেন । কিন্তু মার্কস –এঙ্গেলস সর্বহারা শ্রেণী কতৃক রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের প্রয়োজনীতা সম্পর্কে কোনো সময় সন্দিহান ছিলেন না বা সংশয় প্রকাশ করেন নি ।

Society Language and Culture

দল সম্পর্কে রোজার ভাবনা ও এই নিয়ে লেলিনের সংগে বিতর্ক ঃ - গুটিকয়েক কথাঃ-

মার্কসীয় তত্ত্বে দল একটি গুরুত্বপূর্ন ধারণা । মার্কসীয় তত্ত্বে পার্টির ধারণাকে একটি সুনির্দ্দিষ্ট সাংগঠনিক রূপ দেন লেনিন । তিনি ছিলেন অক্টোবর বিপ্লবের পুরোধা ব্যক্তিত্ব । জার্মান সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির অন্যতম নেত্রী রোজা লুক্সেমবার্গ লেনিনের পার্টি সংক্রান্ত ধারণার সমালোচনা করেন ও তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেন। মার্কসবাদ চর্চায় এই বিতর্ক পার্টি বা দল সম্পর্কে লেনিন-রোজা বির্তক নামে পরিচিত । ১৯০৪ সালে এই বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছিল । এই নিবন্ধে সংক্ষিপ্ত পরিসরে সেই বিতর্কের কয়েকটি বিষয় উপস্থাপিত করা হবে । প্রথমেই যেটা উল্লেখ করা দরকার তা হলো যে, আমাদের মনে রাখতে হবে যে , লেনিন ও রোজা উভয়েই বিশ্ব কমিউনিষ্ট আন্দোলনে বৈপ্লবিক মতবাদের প্রবক্তা এবং দুজনেই মনে করতেন যে, প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর অগ্রগামী বাহিনী হলো কমিউনিস্ট পার্টি ।

What is to be done (১৯০২), one step forward, Two steps back (১৯০৪) এ লেনিন শ্রমিকশ্রেণির পার্টির ভূমিকা ও তার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মূল তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট রচনা করেছিলেন । লেনিনের পার্টি সংক্রান্ত ভাবনার মূল কথা ছিল যে, সর্বহারা শ্রেণীকে রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত ও সচেতন করে তোলার জন্য একটি বিশেষ ধরণের রাজনৈতিক দলের প্রয়োজন রয়েছে । দ্বিতীয়তঃ এই দল গঠিত হবে ‘পেশাদার বিপ্লবীদের ‘ নিয়ে । তৃতীয়তঃ বিপ্লবের স্বার্থে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টিতে কেন্দ্রিকতার প্রয়োজন রয়েছে । চতুর্থতঃ শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রগামী বাহিনীকে নিয়ে দল গঠিত হবে ।

রোজা মূলতঃ বলশেভিকদের পক্ষে ছিলেন । তিনিও শ্রমিকশ্রেণির অগ্রগামী বাহিনী হিসাবে পার্টি গঠনের কথা বলেন । তিনি বিপ্লবের স্বার্থে পার্টিতে শৃঙ্খলার গুরুত্ব স্বীকার করেছিলেন । কিন্তু ১৯০৪ সালে তিনি রুশ সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক লেবার পার্টির মুখপাত্র ইসক্রাতে Organisational Questions of Russian Social Democracy নামে একটা প্রবন্ধ লেখেন । এই প্রবন্ধে তিনি লেনিনের পার্টি সংক্রান্ত ধারণার সমালোচনা করেন । তাঁর মতে , লেনিনের পার্টি সংক্রান্ত ধারণাটি অতিকেন্দ্রিকতার দোষে দুষ্ট । রোজার কাছে পার্টি হল স্ব সংগঠিত প্রলেতারিয়তদের সংগঠন , তা কখনই বিপ্লবের পেশাদার কর্মীদের দ্বারা প্রলেতারিয়তদের সংগঠন নয় । রোজার মতে , লেনিনের কেন্দ্রিকতা ও শৃংখলার ধারণা বড়ো

Society Language and Culture

বেশি নিয়মানুগ । তাঁর মতে বৈপ্লবিক আন্দোলনে শৃংখলা কাম্য নয় । রোজা মনে করেন যে, সংগঠনের ক্ষেত্রে এক ধরণের যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী থাকার ফলে লেনিন শ্রেনীসংগ্রামে সংগঠনের ভূমিকাকে অতিরঞ্জিত করে দেখেছেন ।

লেনিন রোজার স্মালোচনাগুলির জবাব দিয়েছিলেন এবং রোজার বক্তব্যগুলিকে খারিজ করেছিলেন । প্রসংগক্রমে বলা যায় যে , আর্নেষ্ট ম্যান্ডেল তাঁর The Leminist theory of organization নামক প্রবন্ধে পার্টি সম্পর্কিত লেনিনের ধারণার উপলব্ধির ক্ষেত্রে রোজার কয়েকটি সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করেন । তাঁর মতে লেনিনের সংগঠন সংক্রান্ত তত্ত্ব যে বিপ্লবের তত্ত্ব তা রোজা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন ।

যা হোক , এটা বলা যায় যে , পার্টি সংক্রান্ত লেনিন ও রোজার বক্তব্য বিশ্ব কমিউনিষ্ট আন্দোলনে এক আলোড়নের সৃষ্টি করে । এ কথা পরিশেষে বলা যায় যে , পার্টির প্রশ্নে কয়েকটি বিষয়ে লেনিন ও রোজার মধ্যে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হলেও অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে মতৈক্য ছিল ।

আলোচনার শেষ অংশে এটা বলা যে, রোজার জীবন ছিল বিপ্লবের সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত। প্যারী কমিউনের সময়কালে তাঁর জন্ম, ১৯০৫ সালের রাশিয়ান বিপ্লবের সাথে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের যোগাযোগ এবং ১৯১৯ সালে জার্মান বিপ্লবের সময় তাঁর মৃত্যু। মাত্র ৪৯ বছর বয়সে তাঁর জীবনের সমাপ্তি ঘটে । এই অল্প সময়ে তিনি বিশ্বের নানা পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং সেই সকল ঘটনাবলীর মাধ্যমে সমাজতন্ত্রের প্রতি তাঁর দৃঢ় মনোভাব ব্যক্ত হয় । আজকের বর্তমান বিশ্বে রোজা লুক্সেমবার্গের চিন্তা অনুশীলন করা জরুরী বলে মনে হয় ।

ঋণস্বীকার ঃ- এই নিবন্ধটি লিখতে বিভিন্ন গ্রন্থ ও পত্রিকার সাহায্য নিয়েছি । সকল লেখকদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ।

Society Language and Culture